১৩-০২-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন এই হল তোমাদের অন্তিম জন্ম, খেলা পুরো হচ্ছে তাই পবিত্র হয়ে বাড়ি ফিরতে হবে, তারপরে সত্যযুগ থেকে হিস্ট্রি রিপিট হবে"

প্রশ্নঃ- গৃহস্থে থেকে ঘর সংসার সামলে কোন্ একটি অদ্ভুত কর্ম কেবল তোমরা বাচ্চারাই করতে পারো ?

উত্তর :- ঘর সংসার সামলে, পুরানো দুনিয়ার সব কিছু থেকে মমত্ব মিটিয়ে দিতে হবে। দেহ সহ যত পুরানো জিনিস আছে সব ভুলে যেতে হবে ... এ হল তোমাদের এক অদ্ভুত কর্ম, একেই সতোপ্রধান সন্ন্যাস বলা হয়, যা বাবা-ই তোমাদের শেখান। তোমরা বাচ্চারা এই শেষ জন্মে পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা কর তারপরে ২১ জন্মের জন্যে এই পবিত্রতা অবশিষ্ট থাকে। এমন অদ্ভুত কর্ম অন্য কেউ করতে পারেনা ।

গান:- তুমি হলে মাতা তুমি পিতা ....

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের ওম্ শান্তি শব্দটির অর্থ সহজ করে বোঝানো হয়। প্রত্যেকটি কথা সহজ। সহজ ভাবে রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। কোথাকার জন্যে ? সত্যযুগের জন্যে। তাকেই জীবন মুক্তি বলা হয়। সেখানে রাবণের এই ভূত থাকে না । কারো ক্রোধ এলে বলা হয় তোমার ভেতরে ভূত আছে। আচ্ছা, বাচ্চাদের বোঝানো হয় 'ওম্' শব্দটির অর্থ হল আমি আত্মা আর আমার শরীর। প্রত্যেকটি শরীর রূপী রথে আত্মা রথী বিরাজিত আছে। আত্মার শক্তিতে এই রথ এগিয়ে যায়। আত্মাকে এই শরীর ক্ষণে ক্ষণে গ্রহণ করতে হয় ও ত্যাগ করতে হয়। এইসব তো বাচ্চারা জানে ভারত হল এখন দুঃখ ধাম। অর্ধকল্প পূর্বে সুখধাম ছিল। অল মাইটি গভর্নমেন্ট ছিল কারণ অল মাইটি অথরিটি দ্বারা ভারতে দেবতাদের রাজ্য স্থাপনা হয়। সেখানে একটি ধর্ম ছিল। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে বরাবর লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য ছিল। সেই রাজ্য স্থাপন কারী নিশ্চয়ই বাবা -ই হবেন। বাবার কাছে তাঁরা বর্সা প্রাপ্ত করেন। তাঁদের আত্মা ৮৪-র চক্র লাগিয়েছে , ভারতবাসী-ই এই বর্ণে ভ্রমণ করে। এখন হল শুদ্র বর্ণে। শুদ্র বর্ণের পরে সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ বর্ণ আসে। ব্রাহ্মণ বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ মুখ বংশাবলী। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নিশ্চয়ই অ্যাডপ্ট করা সন্তান হবে। বাচ্চারা জানে যে ভারত পূজ্য ছিল , এখন পূজারী হয়েছে। বাবা তো সর্বদা পূজ্য ছিলেন। তিনি আসেন -- পতিতদের পবিত্র করতে। সত্যযুগ হল পবিত্র দুনিয়া। সত্যযুগে পতিত পাবনী গঙ্গা , এই নাম হবেনা কারণ সেইটি হল-ই পবিত্র দুনিয়া। সকলেই হবে পুন্য আত্মা। পাপাত্মা নেই। কলিযুগে আবার কোনো পুন্যাত্মা নেই। সবাই হল পাপাত্মা। পুন্য আত্মা পবিত্রদের বলা হয়। ভারতেই অনেক দান পুন্য করা হয়। এই সময় যখন বাবা আসেন তখন ওঁনার কাছে নিজেকে অর্পণ করে । সন্ন্যাসীরা ঘর সংসার ত্যাগ করে। এখানে বলা হয় বাবা এই সব কিছুই হল আপনার। আপনি সত্যযুগে অথাহ ধন দিয়েছিলেন। মায়া এখন কড়ি তুল্য করেছে। এখন এই আত্মাও পতিত হয়েছে। তন মন ধন সবই হয়েছে পতিত। আত্মা প্রথমে পবিত্র থাকে তারপর পার্ট প্লে করতে করতে পতিত হয়। গোল্ডেন , সিলভার .... এই স্টেজে মানুষকে অবশ্যই আসতে হবে। সম্পূর্ণ চক্র পুরো করে শেষের দিকে তমো প্রধান নকল গহনায় পরিণত হতে হবে। সব আত্মারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলতে থাকে কারণ তাদের শেখানো হয়েছে , ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। গায়নও আছে তুমি আমাদের মাতা পিতা .... লক্ষ্মী

নারায়ণের সামনে গিয়েও এই মহিমা করে। কিন্তু তাঁদের তো একটি পুত্র সন্তান একটি কন্যা সন্তান হয়। যেমন সুখ রাজা রানীদের থাকে তেমনই সুখ সন্তানদেরও থাকে। সবারই ঘন সুখ থাকে। এখন তো তাঁরা অন্তিম জন্মে আছেন। ঘন দুঃখের সময়ে।

বাবা বলেন এখন আবার তোমাদের রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করি। বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে এই রথে রথী রূপী আত্মা বিরাজিত আছে। এই রথী প্রথমে ১৬ কলায় সম্পূর্ণ ছিল। এখন কলা বিহীন হয়েছে। বলেও তারা -- আমি নির্গুণ যার এখন আর কোনো গুণ নেই। আপনার কাছে করুণা প্রার্থী ... অর্থাৎ দয়া করো। কারোর কোনো গুণ নেই। একেবারেই দুঃখী ও পতিত হয়েছে তবেই তো গঙ্গা নদীতে পবিত্র হতে যায়। সত্যযুগে কেউ যায়না। নদী তো সে-ই আছে। কিন্তু হ্যাঁ, এইটি বলা হবে যে এই সময় প্রতিটি জিনিষ হয়েছে তমো প্রধান। সত্যযুগে নদী গুলিও খুব পরিষ্কার স্বচ্ছ হবে। নদীতে আবর্জনা ইত্যাদি ফেলা হত না। এখানে দেখ কত আবর্জনা ফেলা হয়। সাগরে যায় সেসব । সত্যযুগে এমন হতে পারেনা। নিয়ম নেই। সব কিছু পবিত্র হয়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন এখন সবার হল শেষ জন্ম। খেলা সম্পূর্ণ হচ্ছে। এই খেলার টাইম লিমিট অর্থাৎ সময় সীমা হল ৫ হাজার বছর। এইসব কথা নিরাকার শিববাবা বোঝাচ্ছেন। তিনি হলেন নিরাকার সবচেয়ে উঁচু পরমধাম নিবাসী। পরম ধাম থেকে তো সব আত্মারা-ই এসেছে। এখন হল কলিযুগের অন্ত সময় , ড্রামা সম্পূর্ণ হয়ে আবার হিস্ট্রি রিপিট হয়। মানুষ যে গীতা শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে , সেসব তৈরি হয় দ্বাপরে। এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। কেউ রাজ যোগ শেখাতে পারবেনা। তাঁদের স্মরণে পুঁথি ইত্যাদি তৈরি হয়।তাঁদের পুনর্জন্ম হল। কিন্তু তাঁদের স্মৃতি চিহ্ন গুলি পুঁথি পুস্তকে স্থান পেল। এই দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয় সঙ্গমে। বাবা এসে এই রথে বিরাজিত হন। ঘোড়া গাড়ির কোনো কথা নেই। এই রথে , বৃদ্ধ দেহে প্রবেশ করেন। তিনি হলেন রথী। গায়নও আছে ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণের রচনা হয়েছে। এই হল মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। সব বাচ্চারা বলে আমরা হলাম ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ বী. কে.। এই ব্রহ্মাও এডপ্ট হয়েছেন। বাবা নিজেই বলেন আমি হই এই রথের রথী, জ্ঞান প্রদান করি। এনার থেকে আরম্ভ করি। জ্ঞান কলস প্রদান করি মাতাদের। মাতা তো ইনিও হলেন তাইনা। সর্ব প্রথম ইনি তারপরে তোমরা পরিণত হও।ব্রহ্মার দেহে শিব বিরাজিত আছেন , কিন্তু সামনে বসিয়ে কাকে শোনাবেন। তাই আত্মাদের সঙ্গে বসে কথা বলেন। অন্য কোনও বিদ্বান এমন নেই যে এমন ভাবে আত্মাদের সঙ্গে বসে কথা বলে যে আমি হলাম তোমাদের পিতা। তোমরা আত্মারা হলে নিরাকার। আমিও হলাম নিরাকার। আমি হলাম জ্ঞানের সাগর স্বর্গের রচয়িতা। আমি নরকের রচনা করিনা। এই নরক তো রাবণ মায়া তৈরি করে। বাবা বলেন আমি তো হলাম রচয়িতা নিশ্চয়ই স্বর্গের রচনা করব। তোমরা হলে ভারতবাসী , স্বর্গবাসী ছিলে এখন নরকবাসী হয়েছ। নরক বাসী করেছে রাবণ কারণ আত্মা রাবণের মতানুসারে চলে। এইসময় তোমরা আত্মারা রাম শিববাবা , শ্রী শ্রী -র মতানুযায়ী চলো।

বাবা বোঝাচ্ছেন এখন সবার পার্ট পুরো হয়েছে , সব আত্মারা একত্র হবে। যখন সবাই এসে পড়বে তখন ফিরে যাওয়া আরম্ভ হবে। তারপরে বিনাশ আরম্ভ হবে। ভারতে এখন অনেক ধর্ম রয়েছে। শুধুমাত্র এক আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মটি নেই। কেউ নিজেকে দেবতা বলে পরিচয় দেয়না। দেবতাদের মহিমাও গায়ন করে সর্বগুণ সম্পন্ন.... আর নিজেদের বলবে নীচ পাপী অধম .... যারা সতপ্রধান পূজ্য ছিল , তারা এখন তমো প্রধান পূজারী হয়েছে। দ্বাপর থেকে রাবণের রাজত্ব আরম্ভ হয়। রাম রাজ্য হল ব্রহ্মার দিন , রাবণ রাজত্ব হল ব্রহ্মার রাত। তাহলে বাবা কবে এসেছেন ?

যখন ব্রহ্মার রাত পূর্ণ হবে তখনই তো আসবেন তাইনা। এবং এই ব্রহ্মা দেহেই আসবেন তবেই তো ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হবে। সেই ব্রাহ্মণদের রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করেন। বাবা বলেন যে আকারী বা সাকারী অথবা নিরাকারী চিত্র আছে সেসব তোমাদের স্মরণ করতে হবেনা। তোমাদের তো লক্ষ্য দেওয়া হয়, মানুষ তো চিত্র স্মরণ করে। বাবা বলেন চিত্র গুলি দেখা বন্ধ কর। এই হল ভক্তিমার্গ। এখন তো আত্মারা তোমাদের আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। পাপের বোঝা অনেক আছে। এমন তো নয় , গর্ভ জেলে প্রত্যেক জন্মের পাপ বিনষ্ট হয়। কিছু বিনষ্ট হয় , কিছু থেকে যায়। একজন আমি পান্ডা রূপে এসেছি । এইসময় সব আত্মারা মায়ার মতানুযায়ী চলে। পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলা এই হল মায়ার মতামত। কখনো বলে সর্বব্যাপী , কখনও বলে ২৪ অবতার আছে। বাবা বলেন আমি সর্বব্যাপী কোথায়। আমি তো হলাম পতিত পাবন , স্বর্গের রচয়িতা। আমার কাজ হল নরককে স্বর্গে পরিণত করা। গান্ধী চাইতেন রামরাজ্য হোক। এখন বলে -- অলমাইটি রাজ্য হোক। ওয়ান রিলিজন বা একটি ধর্ম হোক। স্বর্গে তো থাকেই এক ধর্ম , এক রাজ্য। সেখানে কোনো পার্টিশন ছিলনা। বাবা বলেন আমি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হই না। তোমাদের করি। তারপর রাবণ এসে সেই রাজ্য তোমাদের থেকে কেড়ে নেয়। এখন হল সবাই তমো প্রধান , পাথর বুদ্ধি। সত্যযুগে হয় পারস বুদ্ধি। এইসব বাবা বসে বোঝান, রথী বসে আছেন। আত্মা-ই কথা বলে এনার অর্থাৎ ব্রহ্মার আত্মাও শোনে। বলেন বাচ্চারা কোনও চিত্র দেখো না। মামেকম্ স্মরণ করো, বুদ্ধি যোগ উপরে যুক্ত করো। যেখানেই যাও ওঁনাকেই স্মরণ করতে হবে। এক বাবা আর অন্য কেউ নয়। তিনি-ই হলেন প্রকৃত বাদশাহ , সত্য বলেন যিনি। তাই তোমাদের কোনও চিত্রকে স্মরণ করতে হবেনা। এই শিবের যে চিত্রটি রয়েছে সেইটিও স্মরণ করতে হবেনা কারণ শিবের রূপ তো এমন নয়। যেমন আমরা হলাম আত্মা তেমনই উনি হলেন পরম আত্মা। যেমন আত্মা ভ্রুকুটির মধ্যিখানে বাস করে তেমনই বাবা বলেন একটু খানি স্থান গ্রহণ করে আত্মার পাশে বিরাজিত হই। রথী রূপে এনাকে (ব্রহ্মাকে) জ্ঞান প্রদান করি। এনার (ব্রহ্মার) আত্মায় জ্ঞান ছিলনা , পতিত ছিল। যেমন এনার আত্মা রথী রূপে শরীর দ্বারা কথা বলে। তেমনই আমিও এনার অর্গান দ্বারা কথা বলি। নাহলে আমি বোঝাব কিভাবে। ব্রাহ্মণ রচনা করবে ব্রহ্মা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। যিনি আবার নারায়ণ রূপে পরিণত হবেন। এখন তোমরা হলে ব্রহ্মার সন্তান। তারপর সূর্যবংশী নারায়ণের বংশে জন্ম গ্রহণ করবে। বাচ্চাদের বোঝান হয় এই শাস্ত্র ইত্যাদি সব হল ভক্তিমার্গের , তবুও এইসব তৈরি হবেই। আত্মারা যেসব পঠন করেই তমোপ্রধান হয়ে যায়। সত্যযুগ থেকে ত্রেতা হল, ত্রেতা থেকে দ্বাপর , তারপরে কলিযুগ হল। পতিত হবে তবে তো পতিত পাবন এসে পবিত্র করবেন তাইনা! শাস্ত্র কাউকে পবিত্র করতে পারেনা। এখন তো একেবারেই কাঙাল হয়েছ। যুদ্ধ লড়াই লেগেই আছে। বানরের চেয়েও বদ । বানরের মধ্যে ৫ বিকারের মাত্রা বেশী থাকে। দেহ অহংকারও বানর সম অতিরিক্ত মাত্রায় অন্য কারো হয়না। কাম ক্রোধ লোভ মোহ সব বিকার বানরে এমন হয় , যে বলার নয়। বাচ্চার মৃত্যু হলে হাড় টুকু ছাড়বেনা। মানুষও আজকাল এই রকমই হয়েছে। বাচ্চার মৃত্যু হলে ৬-৮ মাস কান্না কাটি করে। সত্যযুগে অকালে মৃত্যু হয়না। না কেউ কান্না কাটি করে। সেখানে কেউ শয়তান নেই। বাবা এই সময় বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলেন। যদিও ঘর সংসার সামলাও , গৃহস্থে বাস করে এমন অদ্ভুত কর্ম করে দেখাও যা সন্ন্যাসীরাও করতে পারেনা। এইরূপ সতপ্রধান সন্ন্যাস পরমাত্মা-ই শেখান। বলা হয় এই পুরানো দুনিয়া এখন শেষ হচ্ছে তাই এর প্রতি মমত্ব মেটাও। সবাইকে ফিরে যেতে হবে। দেহ সহ যা পুরানো জিনিষ আছে সেসব ভুলে যাও। এই পাঁচটি বিকার আমায় অর্পণ করো। যদি অপবিত্র হবে তো পবিত্র দুনিয়ায় আসতে পারবেনা। বাবার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা কর , এই অন্তিম জন্মের জন্যে। তারপরে তো পবিত্রতা স্থাপিত হয়েই যাবে, ৬৩ জন্ম তোমরা বিকারে হাবুডুবু

খেয়ে একেবারে অপরিষ্কার হয়েছ। নিজের ধর্ম, কর্ম ভুলে গেছ। হিন্দু ধর্ম বলছ। বাবা বলেন তোমরা তো অবুঝ হয়ে ছিলে, কেন বুঝছ না ভারত স্বর্গ ছিল, আমরা দেবতা ছিলাম। আমি তোমাদের রাজ যোগ শেখাই। তবুও তোমরা বল কৃষ্ণ হলেন সকলের পিতা স্বর্গের রচয়িতা। বাবা তো হলেন নিরাকার সব আত্মাদের পিতা । অথচ ওঁনার জন্যে বলা হয় উনি হলেন সর্বব্যাপী। তোমরা নিজের পিতাকে অমর্যাদা কর। শিব ও শঙ্করকে মিলিয়ে দিয়েছে , কতখানি গ্লানি করা হয়েছে। শিব তো হলেন পরমাত্মা। উনি বলেন আমি আসি দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে। তারপর বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী নারায়ণ রাজত্ব করবে। সত্যখণ্ডের স্থাপনা করেন একমাত্র সদগুরু। তিনি এই রথের রথী। যাকে নন্দী গণও বলা হয় , ভাগীরথও বলা হয়। তোমরা হলে অর্জুন , তোমাদের বলছেন আমি এই রথে এসেছি , যুদ্ধের মাঠে তোমাদের মায়াকে পরাজিত করতে। সত্যযুগে রাবণ হয়না, দহনও হয়না। এখনতো রাবণ দহন হতেই থাকবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) কোনও চিত্রের স্মরণ করবে না । বিচিত্র বাবার স্মরণে থাকবে। বুদ্ধি যোগ উপরের দিকে লাগিয়ে রাখতে হবে।

২) বাড়ি অর্থাৎ পরমধাম ফিরতে হবে তাই দেহ সহ সব পুরানো জিনিসের ওপর থেকে মমত্ব মিটিয়ে দেবে। সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে।

বরদান :- সংস্কার সমাপন ও মিলনে এভার রেড থাকা রুহানী সেবাধারী হও।

ব্যাখা: যেমন স্থূল সেবায় সর্বদা এভার রেডী থাকো, যেখানে নিমন্ত্রিত হও সেখানে পৌঁছে যাও । এমন ভাবে মন্সাতেও যে সঙ্কল্প ধারণ করতে চাও তাতেও এভার রেডী থাকো। যা ভাবছ সেটাই কর। রুহানী সেবাধারী বাচ্চারা রুহানী সম্বন্ধ ও সম্পর্ক প্রতিপালনে এভার রেডী। তাদের সংস্কার সমাপনে বা সংস্কার মিলনে সময় লাগেনা। যেমন বাবার সংস্কার তেমনই তোমাদেরও সংস্কার। এই সংস্কার মিলন-ই হল সবচেয়ে বড় রাস।

স্লোগান - পবিত্রতার রয়্যালটি অনুভব করা এবং করানো-ই হল রয়্যাল আত্মার লক্ষণ।